খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) দর্শনঃ
মানব সেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা

ইকবাল মাসুদ
হেড অব হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে উন্নয়ন ও মানুষের মুক্ত চেতনার ছোঁয়া থেকে অনেক দূরে অখ্যাত এক পাড়াগাঁ সাতক্ষীরা জেলার নলতা গ্রামে ১৮৭৩ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা(রঃ)'র জন্ম। তার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের ব্যাপ্তিকাল ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। তাঁর কর্মমুখর জীবনের এই ব্যাপ্তিকালের মধ্যে তিনি এ উপমহাদেশের ঘটনাবহুল বহু সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রতক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছেন এবং তিনি নিজে বিভিন্ন সংস্কারে যুক্ত থেকেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)'র বর্ণময় জীবনের পুর্ণাঙ্গতা এসেছে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব মুসলমান সমাজের অস্তমিত অবস্থা এবং ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনকালীন সময়ে, মুসলমান সমাজ সহ নিম্ন বর্ণের দরিদ্র জনগোষ্ঠী পিছিয়ে ছিল আধুনিক শিক্ষা, উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং মুক্ত চিন্তা থেকে। এরকমই এক প্রেক্ষাপটে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)'র বেড়ে ওঠা, যা তার সামগ্রীক কর্মময় জীবন এবং চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল।

মূল আলোচনায়া যাওয়ার আগে ব্যক্তি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। কোন ব্যক্তির কর্মের উপর আলোচনার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মননশীলতা বা চিন্তা চেতনা বা তার বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ব্যক্তি হিসেবে খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) সমগ্র জীবন খোদা প্রাপ্তির পথে ধাবিত হয়েছে। আর তার খোদা প্রাপ্তির পথ হিসেবে রসুল (সঃ) কে আদর্শ মেনেছেন। তিনি মানব সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি কিভাবে অর্জন করা যায় তার প্রচেষ্টা করেছেন। মানব সেবা হযরত মুহম্মদ (সঃ)সহ সব রসূল ও নবীর সুন্নাত। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী দুনিয়ার এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সহজাত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রয়েছে। ইসলাম এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও অর্থবহ করে তোলার পক্ষে। একজন মানুষ অন্য মানুষের আপদে-বিপদে সহায়তা করবে সহমর্মিতার পরিচয় দেবে এমনটিই উৎসাহিত করা হয়েছে ইসলামে। রসূল (সঃ) তার সমগ্র জীবনে সাহায্য প্রার্থীর প্রতি অকৃপণভাবে হাত বাড়িয়েছেন। হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, রসূল (সঃ) জীবনে কখনো কোন সাহায্য প্রার্থীকে না বলেননি। মানব সেবাকে তিনি তার জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কোনো অবস্থায় এ ব্রত থেকে বিচ্যুতি হননি।

আমি এই বিষয়টি অবতরনা করলাম তার প্রধান কারন খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) এর চিন্তা চেতনা সকল কিছুতেই খোদা প্রাপ্তির জন্য রসুল (সঃ) কে অনুসরন করেছে যা তার কাজ ও লেখনীতে প্রকাশ ঘটেছে।

আর একটি আলোচনা করাও প্রাসঙ্গিক যে, তিনি নিজের সম্পর্কে কি ধারণা পোষন করতেন । এক কথায় '' তিনি বলতেন তিনি অতি ক্ষুদ্র, কিটানুকিটের সমতুল্য"। তিনি নিজেকে কখনো বড় বলে জাহির করেনি। এর জন্য তিনি নিজে যেমন আমিত্ব বর্জন করেছেন তেমনি আমিত্ব পরিহারের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। আমিত্বের মধ্যে বিরাজ করে আত্মন, অহন, অহঙ্কার, ইগো, সেলফ ইত্যাদি। আর এগুলো পরিত্যাগ না করলে স্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালোবাসা যায় না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) খোদা প্রেম, রসুল (সঃ) এর দেখনো পথে স্রষ্টার সৃষ্টের সেবায় নিয়োজিত করার জন্য নিজেকে তৈরী করেছেন।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) মধ্যে মানব প্রেম, সমাজিক উন্নয়ন ও আধ্যাত্ম সাধনার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পাশাপাশি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে সাংগঠনিক চিন্তার মধ্যে দিয়ে তার চিন্তা ও কর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক করনের জন্য নিরন্তন প্রচেষ্টা করেছেন। শুরুতে তিনি অত্যন্ত সীমিত পরিসরে তার উদ্যোগকে বাস্তবে রূপদেয়ার চেষ্টা করেছেন। তার নানামুখী সমাজ উন্নয়নের মধ্যদিয়ে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের পথ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার কর্মকালীন সময়ে বহু প্রতিষ্ঠান তৈরী ও উন্নয়ন ধারাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেছেন । এর মধ্যে আহ্ছানিয়া মিশন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন।

আহ্ছানিয়া মিশন ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উন্নয়নে ও মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সংগঠন তৈরী করেন । এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো:

- **যুবক সমিতি**
- **সেবক সমিতি**
- **দুস্থ ও পীড়িত ব্যক্তির জন্য বিশেষ সাহায্য ফান্ড**
- **শিক্ষা ভান্ডার**
- **স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন**
- **মুসলিম সেবা সমিতি**
- **শান্তি ফৌজ**
- **সাতক্ষীরা পিপলস এসোসিয়েশন, ঢাকা।**

এই সংগঠন তৈরীতে তাঁর স্বপ্ন ছিল সাধারন মানুষের সার্বিক অগ্রগতি, তথা মানবিক ও সাম্যের একটি সমাজ গঠন করা। সারাজীবন এ লক্ষ্য নিয়েই চির আদর্শব্রতী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) সাধকের মত একনিষ্ঠতায় কাজ করে গেছেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা তাঁর কর্মগতিকে থামাতে পারেনি। সব কিছুর উর্দ্ধে জীবনের অনুপ্রেরনা হিসেবে "স্রষ্টার এবাদত এবং সৃষ্টের সেবা কে মূলব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। "মানব-প্রেম সকল ধর্ম্মের প্রধান স্তম্ভ" এই অনুভূতিই তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞকে পরিচালিত করেছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) এর লেখনীতে বিভিন্ন ভাবে মানব সেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা ফুটে উঠেছে। প্রেমিকের পত্রাবলী গ্রন্থে (পত্র সংখ্যা : ৮৩ নলতা, ৫/৯/৪৭ ইং) তিনি যুবকদের সম্পৃক্ত করে মানব উন্নয়নের কথা বলেছেন ''তোমরা কয়েকটি যুবক মিলে একটি সমিতি করো এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে থাকো, দেখবে একতার ফলে প্রাণ জেগে উঠবে, সত্যের ঝঙ্কার চারিদিকে বেজে উঠবে, আনন্দের ফোয়ার ছুটবে। তোমাদের মধ্যে প্রেরণা ও উদ্যম এলে হয়তো আমিও একদিন চকিতে উপস্থিত হবো"। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি সাংগঠনিক ভাবে যুবকদের মানব সেবায় ব্রতী করেছেন। সমিতি গঠনের পরামর্শটি ছিল তার কাজকে প্রতিষ্ঠানিক রূপদান।
তার এক ভক্তকে নির্দেশ দিয়েছেন ''সান্ধ্য বিদ্যালয়টিকে স্থায়ী করিয়া আসিবে, মহিলা-মহলে একতার পাঠ শিক্ষা দিবে" (পত্র সংখ্যা : ১০০ নলতা, ১৭/৭/৪৮ ইং)।

তিনি মানব সেবায় যেমন অনেক সময় নিজে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকেছেন তেমনি অন্যের উদ্যোগকেও উৎসাহ যুগিয়েছেন। যেমন বনগ্রামের যুবকরা সমিতি গঠন করছে জেনে তিনি তার এক পত্রে এভাবে অনুভুতি প্রকাশ করেছে যে, **''বনগ্রামে বালকবৃন্দ একটি সমিতি গঠন করিতে ব্রতী হইয়াছে এবং সেই অভিপ্রায়ে "অভিযান" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, ইহা খুবই সুখের বিষয়। সমাজের সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও কুবিশ্বাস অপনোদন করিয়া ভ্রাতৃত্ব বিস্তারে "অভিযান" জয়যুক্ত হউক ইহাই প্রার্থনীয়" (পত্র সংখ্যা : ৬৩ নলতা, ৩১/৩/৪৪ইং)**

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:)'র কর্মধারা কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তিনি যেমন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন , তেমনি তিনি লিখিত ভাবে বা পুস্তক প্রকাশের মধ্যদিয়ে তার কর্ম পরিধি সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন। যাতে তার উদ্যোগ গুলো কালের আবর্তে হারিয়ে না যায়, একটা প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায় ও যুগযুগ ধরে মানব সেবায় ভূমিকা রাখতে পারে। এখানে একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ্যনীয় তাঁর এই উদ্যোগ কোন দিন তার এলাকা কেন্দ্রীক বা পরিবার কেন্দ্রীক ছিল না। যার কারনে আজও তার সৃষ্টিগুলো স্বমহিমায় টিকে আছে ও আরো প্রসারিত হচ্ছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) তাঁর কার্যকালে শিক্ষা বিভাগে যেসব সংস্কার করেন তারও মূলে ছিল মানব সেবা। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে সম্পৃক্ত করা। তৎকালিন মুসলিম সমাজের দুর্দশা তাঁকে বার বার ব্যথিত করেছে। তিনি বুঝতেন সকল শ্রেনীর, সকল বর্ণের, সকল ধর্মের মানুষের সমান অংশগ্রহন ছাড়া কোন দেশ ও জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনা। তাই তিনি সবসময় মুসলমান সমাজের প্রতি সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ত্যাগ করে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সকল অন্ধকার ও কুসংস্কারের গন্ডি পেরিয়ে তাঁর ভাবনায় স্থান পেয়েছে সমগ্র মানব সমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়ন। তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দেখিতে পান না, সকলের মাঝেই সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। তৎকালীন হিন্দু মুসলিম বিভেদকে কেন্দ্র করে রাজনীতি, সমাজনীতি তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এ বিষয়ে তিনি বলেন " আমি মানুষে মানুষে পার্থক্য জানিনা, শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায়ে প্রভেদ দেখিনা, ছোট বড় বুঝিনা,সবই শক্তিময়,দয়াময়,প্রেমময় স্রষ্টার সৃষ্টি"। সব সম্প্রদায়ের সমান অংশগ্রহন জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুসংহত করতে পারে এ বিষয়ে তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, 'সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালন না হলে যেমন কেউ সুস্থ থাকতে পারে না'।

তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহনকালীন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে যখন তুমুল বিরোধিতার সৃষ্টি হয়, তখন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় রাখেন। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সিনেট কমিটির সদস্য হিসেবে অন্য সদস্যদের বিরোধীতাকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট সদস্য ছিলেন।

কর্ম জীবনের শুরুতেই ১৯০৪ সালে মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনেক প্রতিকূলতার মাঝে তিনি রাজশাহীতে ফুলার হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সেটি রাজশাহীতে মুসলিম শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কলকাতার মুসলমান ছাত্রদের জন্য বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, মোছলেম ইনস্টিটিউটও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি, তিনি লেখকদের উৎসাহিত করার জন্য মখদুমিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ। ইসলামিয়া কলেজ ছাড়াও তিনি কর্মজীবনে বহু স্কুল, কলেজ ও হোস্টেল প্রতিষ্ঠা সহ অনেক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় মুসলিম এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর প্রশংসীয় অবদান রয়েছে। সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে প্রথম তিন বছরে তিনি ৪০টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করেন। সহায়তা পাওয়া স্কুলগুলোর মধ্যে : ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, মোছলেম হাইস্কুল, আর্মানিটোলা গভ:হাইস্কুল, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, জামালপুর জেলা স্কুল, ফরিদপুর জেলা স্কুল, বরিশাল জো স্কুল, ঝালকাঠি গভ: হাইস্কুল, পিরোজপুর গভ: স্কুল, ভোলা গভ: স্কুল, রংপুর জেলা স্কুল, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, বগুড়া জেলা স্কুল, পাবনা জেলা স্কুল, কুমিল্লা জেলা স্কুল, নোয়াখালী জেলা স্কুল, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম গভ: মুছলিম হাইস্কুল, অপর্ণা চরণ সিটি কর্পোরেশন গার্লস হাইস্কুল, চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, হোমনা পাইলট হাইস্কুল উল্লেখযোগ্য।

এতক্ষণ আমি তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম । এবার আমারা তার মানব উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের আর একটি ধারা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এখন আমরা প্রায়শঃ একটি কথা বলে থাকি Mainstriming করা বা কোন উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হলে প্রথমে মূল শ্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে হয়। তিনি তার কর্মকালীন জীবনে এই কাজটি খুবই সফলতার সাথে করেছেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যেমন - আজ থেকে প্রায় শত বৎসর পূর্বে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (রঃ) 'Calcutta University Commission, 1917-19 Report'-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার এবং প্রশাসনিক ও পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন, এবিষয়ে তার একটা বক্তব্য ''I would advocate the establishment of a teaching and residential university for schools and colleges situated in the city of Calcutta…
I would establish of a new university in Calcutta on the lines indicated in the Dacca scheme, in addition on the old federal university, with its limits circumscribed. The latter will continue to whole external examinations and recognise schools and colleges out side the city of Calcutta.''। Calcutta University Commission, 1917-19, Report, Part-1, Volume-1

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)-এর 'টিচারস্ ম্যানুয়েল' (১৯১৮) গ্রন্থ; `Calcutta University Commission, 1917-19, Report', তৎকালীন নবগঠিত পাকিস্তান সরকারের Education System Reconstruction কমিটিকে দেয়া তাঁর পরামর্শ এবং তাঁর অন্যান্য বই ও প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা চেতনা সন্নিবেশিত হয়েছে। **'টিচারস্ ম্যানুয়েল' বিষয়ে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড.আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন ''বিগত একশত বৎসরে দূরদর্শী শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)-এর শিক্ষা ভাবনায় বেশকিছু বিষয় অর্ন্তভূক্ত হওয়ার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। তবে তাঁর চিন্তার অনেক বিষয় বর্তমান ও ভবিষতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভেবে দেখার বা অনুসরণের সুযোগ রয়েছে। বইটি শিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের নীতি নির্ধারণে, একাডেমিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।**

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্ররা ভালো পরীক্ষা দিয়েও শীর্ষ মেধাস্থান বা প্রথম বিভাগ পেতো না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কর্তৃক ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় উত্তরপত্রে শুধুমাত্র রোল নম্বর লেখা হয়, কোথাও পরীক্ষার্থীর নাম লেখা হয় না। এই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার শুধু রোল নম্বর লেখার দাবী তোলেন। বিরোধীরা এতে তীব্র আপত্তি জানালে-অন্তত অনার্স ও এম.এ পরীক্ষায় এই ব্যবস্থা প্রহণের দাবী বজায় রাখেন। বহু তর্ক-বিতর্কেও পর তাঁর সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে মুসলিম ছাত্ররা পরীক্ষার মূল্যায়নে যথাযথ ফলাফল পেতে শুরু করে। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারণ ও দরিদ্র ছাত্রদের বর্ধিত হারে বিনা বেতনে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

আজকের আলোচনার শেষ প্রান্তে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) প্রধান সৃষ্টিকর্ম আহছানিয়া মিশন নিয়ে আলোচনা করতে চাই। ১৯২৯ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পরে তিনি ফিরে গেলেন নিজ গ্রামে এবং সেখানেই প্রথম আহ্ছানিয়া মিশন গড়ে তোলেন। চাকরি পরবর্তী সুদীর্ঘ ৩৬ বছর তিনি নিবিড়ভাবে মানুষের কল্যানে নিবেদিত থেকেছেন। **এছাড়া সরকারী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছেন এবং সেখানে তাঁর**

কল্যান বার্তাকে পৌছে দিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, তাদের দূর্দশাকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যার সাক্ষ্য বহন করে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি আরো উল্লেখ করেন, "আহ্ছানিয়া মিশন" নামে একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে। অপরের খেদমত করাই ইহার উদ্দেশ্য; অন্য উদ্দেশ্য হইতেছে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, দুঃখীর অভাব নিরাকরন, শিশু ও বয়স্কদিগের দীনিয়াত শিক্ষাদান,পরদা সংরক্ষণ,পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি। তিনি তার গ্রাম নলতাতে আহ্ছানিয়া মিশন স্থাপন করেই তার সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের সমাপ্তি টানেননি। দেশে বিদেশে শাখা মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন অব্যাহত রাখেন। এ সম্পর্কে তিনি প্রস্তাব করেন যে, 'নলতার আহ্ছানিয়া মিশনের শাখা নানাস্থানে থাকিবে এবং স্ব স্ব কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইবে।' স্ব স্ব কমিটি দ্বারা মিশনের শাখা গুলো পরিচালিত হবে ''প্রত্যেক শাখায় স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্ট, স্বতন্ত্র সেক্রেটারী ও স্বতন্ত্র মেম্বর নির্দিষ্ট হন" অর্থাৎ এখানেই প্রতিষ্ঠানিক ভাবনার ভিত্তি নিহিত। তিনি জীবিত থাকতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, চট্টগ্রাম আহ্ছানিয়া মিশন এবং হবিগঞ্জ আহ্ছানিয়া মিশন তাঁর উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে খুলনা ও ২৪ পরগনা জেলার নানাস্থানে শাখা মিশন প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি সাতক্ষীরা আহছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। সাতক্ষীরা আহছানিয়া মিশনের গঠনতন্ত্রে মহাকুমা প্রশাসকে পদাধিকার বলে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। সাতক্ষীরা মিশন এর ধরাবাহিকতা একনো বজায় রেখেছে। এটাই প্রাতিষ্ঠনিকি করনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এমনি ভাবে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণকরে তার কর্মকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, হবিগঞ্জ শাখা মিশন প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে শাখা কথাটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এটি তার অত্যন্ত দূরদর্শী চিন্তার অংশ ছিল । কারন তিনি চেয়েছিলেন তার প্রতিটি আহ্ছানিয়া মিশন স্বমহিমায় স্বতন্ত্রভাবে বেড়ে উঠুক।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর সমাজসেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা থেকেই গত ৬০ বছরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন একে একে গড়ে তুলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যেমন- শিক্ষা ক্ষেত্রে আহ্ছানউল্লা ইউনির্ভাসিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, প্রকাশনার ক্ষেত্রে আহ্ছানিয়া মিশন বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউজ, আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি), কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আহ্ছানিয়া ই-সলিউশন এবং ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও নৈতিক শিক্ষার জন্য সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন এর উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে একাধিক প্রতিষ্ঠান যেমন - দাতব্য চিকিৎসলয়, চক্ষু হাসপাতাল, স্কুল ও কলেজ। এছাড়া খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) ভক্তবৃন্দও তার নির্দেশিত পথে মানব সেবায় একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।

<u>গবেষনা ও গ্রন্থানায়ঃ</u>

১. ইকবাল মাসুদ, হেড অব হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং
২. আনিসুল কবির জাসির, প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী, ডাম যুক্তরাষ্ট্র

<u>তথ্য সূত্রঃ</u>

১. আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ-খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
২. আমার শিক্ষা ও দীক্ষা-খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
৩. আমার জীবন-ধারা- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
৪. ভক্তের পত্র- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, রচনাবলী